দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

047

শিক্ষাঙ্গন

নোয়াখালী সরকারী কলেজে ছাত্রাবাস নেই

নোয়াখালী জেলা সদর মাইজদীর নিকটেই এবং বেগমগঞ্জ উপজেলা ও সুধারাম উপজেলার কেন্দস্থলে অবস্থিত নোয়াখালী সরকারী কলেজটি। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ১৯৬৩ সালে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক সমস্যা, স্থানাভাব, পরিবেশ, আবাসিক ছাত্রাবাস, বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার ও কমনরুম সমস্যাই প্রধান। বলা বাহুল্য যে, বিগত ২৩ বছরে কলেজটিতে উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগেনি। তাই প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি কলেজটি প্রাচীন টিন শেডের রয়ে গেছে।

পরিবেশ ও পরিস্থিতির জটিলতা অনুধাবন করে কলেজটি স্থান্তর করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। এ উপলক্ষে ১৯৭৪ সালে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে স্থান নির্বাচনী কমিটি নোয়াখালী পৌরসভার মাইজদী রেল স্টেশন সংলগ্ন ১৬.৪ একর সরকারী জমি নির্বাচন করে। কিন্তু স্থানীয় মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরোধিতার কারণে ও প্রশাসনিক জটিলতার দরুন অদ্যাবধি কলেজটি স্থানান্তরিত হয়নি। যার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮ সালে নোয়াখালী কলেজকে সরকারীকরণ করা হয়। তারপর ১৯৭৪ হতে ১৯৮৬ ইং সাল পর্যন্ত কলেজ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে সরকার সর্বমোটা সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। কিন্তু কলেজ স্থানান্তরে বিতর্ক ও প্রাশাসনিক অনুমোদন না পাওয়ায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যায়নি, বরং তামাদি হয়ে যায়। ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি নোয়াখালীর বিশাল জনসভাবেশে উক্ত কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন অনুমোদন মিলেনি। উক্ত কলেজটিতে ৬১ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও বর্তমানে ২৯ জন শিক্ষক রয়েছেন। কোন কোন বিভাগ তথা বাংলা, ইংরেজী, ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিভাগে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। শরীরচর্চা শিক্ষক, লাইব্রেরীয়ান, জীববিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিদ্যার পরষদ প্রভৃতি পদ শূন্য। কলেজের একটি কক্ষকে গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। স্থানাভাব ও পরিবেশের কারণে গ্রন্থাগারটি হতে সুফল অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত। আলাদা কোন ভবন না থাকায় মূল ভবনের একটি কক্ষকে রসায়নবিভাগ, একই কক্ষকে পদার্থ ও অপর একটি কক্ষকে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অথচ এ সব বিভাগের জন্য আলাদা ভবন অপরিহার্য।

নোয়াখালীবাসীর অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দাবীর পর ১৯৮৫ সালের ২৭ মার্চ শিক্ষামন্ত্রণালয় উক্ত কলেজে 'অনার্স কোর্স' প্রবর্তনে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু স্থানাভাব, পরিবেশগত অনুবিধা কারণে আজো এখানে অনুমতি প্রা বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও হিসাব বিজ্ঞা বিভাগে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চা করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া অধ্যক্ষে বাসভবন ও শিক্ষকদের বাসা কলেজ হতে ৩/৪ মাইল দূরে বিধায় অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। বলা বাহুল্য যে উক্ত সরকারী কলেজে কোন ছাত্রাবা নেই। ছাত্রীনিবাসের তো প্রশ্নই উ না। একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান তথ দেশের নবম সরকারী কলেজ হিসে অন্তহীন সমস্যা দেখে অভিজ্ঞমহ অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করছেন এব অনতিবিলম্বে সরকারী হস্তক্ষে কামনা করছেন।

—আর, আমি
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী